দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী নফরের কর্মী সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফরের সাংগঠনিক কার্যালয়ের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সন্ধায় দর্শনা কেরুজ গীর্জার পাশে অবস্থিত সাংগঠনিক কার্যালয়ের এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

দর্শনা কেরুজ ডিষ্টিলারী বিভাগের আনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক প্রার্থী জয়নাল আবেদিন নফর।

তিনি বলেন আমি নতুন প্রার্থী হলেও সকলে আমাকে চেনেন বা জানেন। আমি আপনাদের মাঝে এবার প্রার্থী হয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে শ্রমিকদের স্বার্থে যা,যা করার দরকার আমি তাই করবো। শ্রমিক স্বার্থে আমি সবসময় আপনাদের সাথে থাকবো এবং আপনারা আমাকে পাশে পাবেন।

এ মিলে নিয়োগ প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনবো এবং এ মিলের শ্রমিকরা বহুদিন ধরে চুক্তি ভিত্তিক হিসাবে কাজ করছে তাদের চাকুরী স্থায়ী করনের ব্যাবস্থা করবো। আমি ক্ষমতায় এলে শ্রমিকদের সবসময় পাশে থাকার চেষ্টা করবো।

পরিবহন বিভাগের শ্রমিক ইয়াসির আরাফাত মিলনে সঞ্চালনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মিলহাউজের শ্রমিক শান্তি, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমেদ।

দর্শনায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ডিপিএল’র উদ্বোধন

“খেলা ধুলায় মনোনিবেশ করি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি” এই শ্গালোগানকে সামনে রেখে দর্শনা পৌর মাঠে দর্শনা প্রিমিয়ার লীগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মনজু।

শুক্রবার বিকাল ৩ টার দিকে দর্শনা খেলাঘরের আয়োজনে ডিপিএলে’র উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ নেয় টাইগার ক্লাব একাদশ ও শান্তিনগর একাদশ। ১২ ওভারের এ ম্যাচে টাইগার ক্লাবকে ৮ উইকেটে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে শান্তিনগর একাদশ। খেলা পরিচালনা করেন, টিটু, সুলভ দাস ও সাজু।

উদ্বোধনী খেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক নেতা হারুন জুয়েল, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সহসম্পাদক আ. মান্নান খান, দর্শনা পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ আসলাম আলী তোতা প্রমুখ।

দর্শনা পৌর আ.লীগের বর্ধিতসভা,পৌর উপ-নির্বাচনে দলীয় মেয়র প্রার্থী হাবু

দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান মারা যান গত মাসের ২৭ তারিখে। মেয়রের মৃত্যুতে দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচন আসন্ন। এ নির্বাচনে আ.লীগ সমর্থিত প্রার্থী করণের দাবী ওঠে আতিয়ার রহমান হাবুকে। শুরুতে ঈশ্বরচন্দ্রপুর থেকে এ দাবী করা হলেও ধীরে ধীরে পৌরবাসির দাবীতে পরিণত হয়েছে।

দর্শনা পৌর আ.লীগের বর্ধিতসভায় সর্বসম্মতিক্রমে আসন্ন দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচনে আ.লীগ সমর্থিত প্রার্থী মেয়র প্রার্থী হিসেবে আতিয়ার রহমান হাবু আলোচনা এসেছেন। এ সময় বক্তারা আতিয়ার রহমান

হাবুকে মেয়র প্রার্থী হিসেবে প্রাথমিকভাবে ঘোষনা করেন।

শুক্রবার বিকালে দর্শনা পৌর আ.লীগের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বর্ধিতসভার সভাপতিত্ব করেন, পৌর আ.লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, সাধারণ সম্পাদক হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর আ.লীগের যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, আ.লীগ নেতা হাজি জাহিদুল ইসলাম, হাজি ইদ্রিস আলী, মোজাহারুল ইসলাম, হাজি আ. জলিল, বিল্লাল হোসেন, হুমায়ন কবীর, দর্শনা পৌর প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন প্রমুখ।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আ. হান্নান ছোট। উল্লেখ্য, গত ২৭ ডিসেম্বর ভারতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান দর্শনা পৌরসভার ৪ বারের নির্বাচিত মেয়র মতিয়ার রহমান। সাবেক দর্শনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ততকালীন আ.লীগের বর্ষিয়ান নেতা প্রয়াত শামসুল ইসলামের জ্যোষ্টপুত্র মতিয়ার রহমানের মৃত্যুর কারণে পৌরবাসি সহ দলীয়ভাবে তার মেজো ছেলে দামুড়হুদা উপজেলা আ.লীগের কোষাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট সিএ্যান্ডএফ ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানকে মেয়র প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায়। সে লক্ষে আ.লীগের বর্ধিতসভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষিখামার পরিদর্শন শিল্পমন্ত্রানালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের বিভিন্ন কৃষিখামার পরিদর্শন করেছেন শিল্পমন্ত্রানালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আফরোজা বেগম পারুল।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে খামারগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তিনি।

পরিদর্শনকালে আফরোজা বেগম পারুল বলেন, বর্তমান সরকারের সঠিক পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ। সরকার কৃষকদের সম্ভাব্য সব রকম উপকরণ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রবর্তিত কৃষি উপকরণ সহায়তা দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি গবেষনা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিকল ও অপ্রতিকল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল কৃষি বীজ উদ্ভাবন করেছে। স্বাধীনতার আগে প্রায় সাত কোটি মানুষের খাদ্য উৎপাদন করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে দেশকে। তখন আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হতো। অথচ এখন দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি, পাশাপাশি আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। এরপরও খাদ্যশস্য উৎপাদনের রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। পরিশ্রমী কৃষক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসেই এ সাফল্য। কেবল উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, হেক্টরপ্রতি ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকরা এখানেই থেমে যাননি। একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের দিক থেকেও দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। আর এ সাফল্য সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষকের পাশাপাশি সঠিক পরিকল্পনা ফলে সরকারি কৃষি খামার গুলোও ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। দর্শনা কেরুজ চিনিকলের কৃষিখামার পরিদর্শনে এসে তার বাস্তবতা দেখলাম।

সফরসঙ্গী হিসাবে তাঁর সাথে ছিলেন, শিল্পমন্ত্রানালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব (এমআইএস) সিরাজুছ ছালেকীন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের ব্যবস্থাপক (মিলস ফার্ম) রওসন আরা আরজু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন, খামার ব্যবস্থপক সুমন কুমার সাহা, ফুরদেশপুর কৃষি খামার ইনচার্জ এমদাদুল হক। ঢাকা থেকে পরিদর্শনে আসা সদস্যরা বিশেষ করে ফুরশেদপুর খামারে আখের পাশাপাশি ছোলা, মসুরী, খেসারী, সরিষা, আলু, সূর্যমুখি ফুল সহ ৯ প্রকার খাদ্য শস্য উৎপাদন করা প্লটগুলো ঘুরে দেখেন।

দর্শনা রেলগেটে আমির ও সুজনের অবৈধ্য মদের ব্যবসা , প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা

দর্শনা রেলগেটে আমির ও সুজন নামের দু’ব্যাক্তি অবৈধ্যভাবে চলিয়ে যাচ্ছে মদের জমজমাট ব্যবসা। তারা দীর্ঘদিন ধরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড-মুজিবনগর সড়কের রেলবাজার রেলগেট নামক স্থানের বৈশাখী হোটেলের নিকটবর্তী স্থানে অবৈধ্যভাবে এ মদের ব্যবসা বীরদর্পের সাথে নির্বিগ্নে চালিয়ে যাচ্ছে।

জানাগেছে, দর্শনা রেলগেট সংলগ্ন বৈশাখী হোটেল সংলগ্ন স্থানের বাসিন্দা দেলোয়ার হোসেনের ছেলে আমির তার নিজ বাড়ির পার্শেই দর্শনা শান্তিপাড়ার সুজনকে নিয়ে গড়ে তুলেছে অবৈধ্য মদের জমজমাট ব্যবসা। তারা দীর্ঘদিন ধরে রেলগেট সংলগ্ন আমির তার সহযোগী দর্শনা শান্তিপাড়ার সুজনকে সাথে নিয়ে বীরদর্পের অবৈধ এ মদের ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অবৈধভাবে এ মদের ব্যাবসার কারণে প্রতিদিন বিকাল হতে মধ্যরাত পর্যন্ত মদ সেবনকারীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়।

যার ফলে সেখান হতে উঠতি বয়সী সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ খুব সহজে মদ ক্রয়ের পর তা সেবন করতে পারছে। যার ফলে মদ সেবনের পর তারা মাতলামী সহ অশ্লিল গালমন্দের কারণে পথচারীদের চলাচলে নানাবিদ সমস্যার সম্মক্ষিন হতে হচ্ছে। তাই স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ সচেতন মহলের দাবী অবৈধ্য মদ বিক্রি বন্ধ সহ ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় নিতে পুলিশ-প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এএইচএম লুৎফুল কবীর বলেন, মদের ব্যবসার বিষয়টি আমার জানানেই। তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

জীবননগর ও দর্শনায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযানে ৪টি ইটভাটা মালিককে জরিমানা

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা ও জীবননগরে ইটভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ ও মাটি বহন ট্রাক্টরের শব্দে ৬ গ্রামের মানুষের ঘুম হারাম শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এ সংবাদের জেরে খুলনা ও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় অভিযানিকদল বিভিন্ন অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতে ৪ ইটভাটা মালিককে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন।

সোমবার বিকাল ৪ টায় খুলনা বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মো. শবিরুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের ৬ (ক) ধারায় ও ১৬ ধারার দন্ড বিধি মোতাবেক বিভিন্ন অপারাধে স্টার ব্রিকসের মালিক ইদ্রিস আলীকে ২ লক্ষ টাকা ও একই অপরাধে সুপার ব্রিকসের মালিক ফরমান আলীকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন। এসময় অভিযানিক দল ভাটা মালিকদের হুশিয়ারি করে দিয়ে বলেন, কোন রকম ভাটায় কাঠ পোড়ানে চলবে না। এর আগে দুপুর ২ টার দিকে জীবননগর উপজেলার ২টি ইটভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তরের একই অভিযানিকদল অভিযান চালায়। এ অভিযানে জীবননগরে উপজেলার অনিক ইট ভাটায় পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ইটভাটার মালিক রাজ্জাককে বিভিন্ন অপরাধে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করেন। পরে একই অপরাধে এমএআর ইটভাটা মালিককে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। এ অভিযানিক দল সাংবাদিকদের জানান, আমাদের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন আকন্দবাড়িয়া গ্রামে অবস্থিত ইদ্রিস আলীর স্টার ব্রিকস ও দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অবস্থিত ফরমান আলীর সুপার ব্রীকসের নামে
কয়েকদিন পূর্বে দর্শনায় দুটি ইটভাটার কারনে ৬ গ্রামের মানুষ অতিষ্ট : রাত- দিন ২৪ ঘন্টা খাল ও কৃষি জমির মাটি কাটার মহোৎসব : প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা শিরোনামে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়।

সংবাদ প্রকাশের জেরে গতকাল সোমবার বিকালে পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ শবিরুল ইসলাম এর নের্তৃত্বে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রামে অভিযানিক দল সত্যতা পাওয়ায় দুটি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ অভিযানে দুটি ইটভাটায় ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ২ লক্ষ করে ৪ লক্ষ টকা জরিমানা করেন। এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় খুলনা কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ শবিরুল ইসলাম। দন্ডপ্রাপ্তরা ঘটনাস্থলে জরিমানার টাকা পরিশোধ করে অন্যান্য দন্ড থেকে রেহায় পান।

এ অভিযানে সহায়তা করেন কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই আফজাল হোসেন, এএসআই সাদ্দাম হোসেন সহ সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যরা।

দর্শনায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আবদুল্লা আল মামুনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে সোমবার বেলা ৩ টার দিকে অভিযান চালায় বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার মিলনের বাড়ির সামনে।দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই তুহিন হোসেন, এ এস আই হাফিজুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া মিলনের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৮)কে দেহ তল্লাসী করে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তাকে গ্রেফতার করে।

সে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর মসজিদপাড়ার রায়হান উদ্দিন, ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আবদুল্লা আল মামুনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিষ্টিলারীর জি এম বাদশা এখন রাজা

কোন কর্মকর্তা একই জায়গায় দীর্ঘদিন চাকুরী করলে সেখানে দূর্নীতি অবধারিত। তাই দূর্ণীতি রোধে সরকারি চাকুরীতে বদলি ব্যবস্থা রাখা আছে। তবে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান জিএম ফিদা হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরেফিরে অবস্থান করছেন একই প্রতিষ্ঠানে।

তার নিয়োগ চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে হলেও অতিরিক্ত হিসাবে আকড়ে রেখেছেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় হয়েছে বাদশা থেকে রাজা। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে ?

দর্শনা কেরুজ চিনকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদা হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদউন্নতি পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। ২৬/০৫/২০১৯ তারিখ থেকে ডিস্টিলারী বিভাগে জিএম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

এরিমধ্যে পদউন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমইকরণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) দায়িত্ব পান তিনি। তার মূলদায়িত্ব এ প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। এসব মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার

যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। জনশ্রতি আছে ডিস্টিলারী বিভাগের প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষ সখ্যতা। যার ফলে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহ হয়ে থাকে এতে প্রতিষ্ঠানের লোকশান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন তিনি। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করছেন।

তারা মন্তব্য করে বলেন, দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দৃর্নীতি বাঁশা বাঁধে।

এব্যাপারে ফিদা হাসান বাদশা তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যা খুশি লেখেন কোন ব্যাপার না।

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটা ভিত্তিক চাকুরী না দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্টানিক সন্তান কমান্ডের কার্যালয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে উপস্থিত থেকে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ২০১৯-২০ মৌসুমে আমরা আন্দোলন করলে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মুন্ত্রী আ.খ.ম মোজাম্মেল হক, শিল্পমুন্ত্রী নুরুল মজিদ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আগগার টগর (এমপি) মহাদয়ের নির্দেশ

দেন এসমস্ত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দর্শনা কেরুজ চিনিকলে সেটাপের অনুকুলে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তা না করে ৩২০ টকা মুজুরীতে মিল চলাকালীন সময়ে মৌসুমী চুক্তিভিত্তিক পদে তাদেরকে যোগদান করায়। এ যোগদানকৃতদের মধ্যে ২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৯ জনকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে দেয় এবং বাকী যারা কর্মরত রয়েছে তাদের কোন কাগজপত্র না দেওয়া বেতন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চিতায় পড়েছে। তারই প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিষ্ঠানিক সন্তান কমান্ড কার্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা।

এ সময় বক্তব্যে রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তানজিন আহম্মেদ, জয়নাল আবেদিন, আব্দুল খালেক, আব্দুল হান্নান, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সাবেক সভাপতি রুস্তম আলী, আব্বাস উদ্দিন, রেজাউল করিম সবুর, হাজি এরশাদ আলী মাস্টার, আনরুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, মহাসিন আলী, নাসির উদ্দীন, আলাউদ্দীন।

উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মধ্যে মঞ্জুরুল হক, নাজিম উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, রবিউর ইসলাম। তারা আরও বলেন এ দাবি আদায় না হলে বৃহত্তরভাবে আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান লিটন।

দর্শনায় বিট পুলিশিং ও মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে উঠান বৈঠক

দর্শনা পৌর এলাকায় মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে জনসতেনতা মুলোক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৪টায় দর্শনা থানার ৩নং বিট পুলিশিং আয়োজনে ৯নং ওয়ার্ডের দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদের চৌমোনিতে বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি। প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে

গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড কমিশনার আশুর উদ্দিন আশুর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্হিত থেকে আলোচনা করেন দর্শনা থানার ওসি তদন্ত এস এম আমানউল্লা আমান,তার বক্তব্যে বলেন, তিনি এলাকার জন সাধারণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গিবাদ, নারী নিযার্তন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রবনতা প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ করতে আমিসহ আমার পুলিশ বাহিনী কাজ করে যাচ্ছে। সেই সাথে গ্রামবাসী যদি আমাদের সহযোগিতা করেন, তাহলে দ্রুত সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাসসহ সকল অপকর্ম দুর হবে।

এছাড়া উপস্থিত সকলকে তাদের ছেলে-মেয়েদের নৈতিক শিক্ষা দিয়ে মানুষের মত মানুষ গড়ে তুলার পরামর্শ দেন এবং তিনি আরো বলেন, মেয়ে সংসারের বোঝা নয় তাদের লেখাপড়া করিয়ে সম্পদ করে গড়ে তুলতে হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৩নং বিট পুলিশিং দায়িক্তভার এস আই টিপু সুলতান,এ এস আই শরিফুল ইসলাম,এ এস আই ইকবাল হাসান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন,ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সমাজ সেবক আজিজুল হক প্রমুখ।আরও উপস্থিত ছিলেন গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।